দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন

পর পর ক'বার পিছালেও অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা '৯০ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নপত্রে কিছু কিছু প্রিন্টিং মিসটেক থাকলেও সবচেয়ে মারাত্মক ভুল তথা দায়িত্বহীনতা লক্ষ্য করা গেছে 'ইংরেজী ভাষা' পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজী ভাষার প্রশ্নপত্র হবে পাঁচটি 'প্রোজ'-এর ওপর। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা সেই পাঁচটি 'প্রোজ'-এর ওপরই পড়াশুনা করে। কিন্তু এবার 'ইংরেজী ভাষা' প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন হয়েছিলো সিলেবাসের পাঁচটি প্রোজ ছাড়াও অতিরিক্ত আরো দু'টি প্রোজ থেকে। পরীক্ষার হলে অপ্রত্যাশিতভাবে 'নতুন দু'টি প্রোজ দেখতে পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ হয়েছে। অনেকে প্রশ্নপত্র দেখে নার্ভাস হয়ে যাওয়াতে সিলেবাসের পাঁচটি থেকে আসা প্রশ্নেরও ভালো জবাব দিতে পারেনি। সিলেবাস বহির্ভূত দু'টি প্রোজসহ মোট সাতটি প্রোজ থেকে আসা প্রশ্নের জবাব দিতে ছাত্র-ছাত্রীরা হিমসিম খেয়েছে। অধিকাংশের পরীক্ষাই খারাপ হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা এতোই হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে যে, তাদের ন্যূনতম 'পাস মার্কস' পর্যন্ত হয়তো থাকবে না। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভুল কিংবা দায়িত্বহীনতার মাশুল সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দেবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই অসতর্কতার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্র্যাজুয়েট হবার স্বপ্ন-সাধ ভেঙ্গে যাবে কেন? এমনিতেই আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে 'ইংরেজী ভীতি'র একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে অল্প কিছু ছাত্র-ছাত্রী বেশ সাহস এবং শ্রম দেবার মানসিকতা রেখে এই 'ইংরেজী ভাষা' নিয়ে থাকে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের এ অনভিপ্রেত খামখেয়ালিপনা ইংরেজী ভীতিকে আরো বেশী জোড়ালো করবে নিঃসন্দেহে।

তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে তথা ইংরেজী শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে এবং ছাত্র-ছাত্রীকে ইংরেজী বিষয় নেয়ায় উৎসাহী করে তুলতে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সাবধানী ও দুরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে এবারের ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীর জন্যেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু করণীয় রয়েছে বলে মনে করি। তবে কর্তৃপক্ষের ভুল বা দায়িত্বহীনতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নেওয়ার পরও ভাগ্যাহত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে কিছু একটা সহায়ক ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—সাইমুম রেজোয়ান